

ইসলাম নববীৰ চল্লিঅ হাদীসেৰ ব্যাখ্যা

মুহাম্মাদ নাসীল শাহৰুখ

ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রকাশক

 সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী

বাড়ি-২৪, রোড-৪, চাঁদ উদ্যান হাউজিং
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০১৭০০৭১৪১০০

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ২০২৫

প্রাপ্তিস্থান

সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী

বাড়ি-২৪, রোড- ৪, চাঁদ উদ্যান হাউজিং
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০১৭০০৭১৪১০০
ওয়েবসাইট: www.supublications.com

পরিবেশক

দারুল কারার পাবলিকেশন্স

দোকান ৮৭, মাজলি মার্কেট (৩য় তলা)
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭২০-৯৩৫৫৪২, ০১৫৭৫-১১১১৭০
<https://www.facebook.com/DarulQararBD>

গ্রন্থসজ্জা: সাকিব আহমেদ শাকিব

প্রচ্ছদ: আলম বিন আলী

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৯৮০ (নয়শত আশি) টাকা মাত্র

Imam Nawawir Chollish Hadither Bekkha

Muhammad Naseel Shahrukh

M.R.P: BDT. 980 Only

 সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী

মুচীপত্র

লেখক পরিচিতি	২৩
ভূমিকা	২৪
ইমাম নববীর ৪০ হাদীসের যে সকল ব্যাখ্যা থেকে এই গ্রন্থটি সংকলিত	২৪
ইমাম নববীর সংক্ষিপ্ত জীবনী	২৫

হাদীস - ১

সমস্ত আমলকে নিয়ত অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে...	২৬
ব্যাখ্যা	২৭
হাদীসের মূল দুটি বাক্যের অন্তর্নিহিত শিক্ষা	২৮
নিয়ত শব্দের দু ধরনের প্রয়োগ	২৯
ইখলাসের গুরুত্ব	৩০
ইখলাসের সুফল	৪০
ইখলাস না থাকার ক্ষতি	৪৯
রিয়া	৫০
রিয়ার তারতম্য অনুযায়ী আমলের বিভিন্ন অবস্থা	৫১
রিয়ার ভয়ে কোন আমল পরিত্যাগ করাও অনুচিত	৫২
নিচের বিষয়গুলো 'রিয়া' নয়	৫২
কখনও আমল প্রকাশ্যে করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে	৫৪
কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া ব্যতীত অন্য কোন জাগতিক উদ্দেশ্য থাকলে কী হবে?	৫৪
ইবাদতে ইখলাসের ঘাটতি থেকে বাঁচার কিছু উপায়	৫৫
পূর্ববর্তী মনীষীরা 'ইখলাস' কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন	৫৫
ইখলাসের লক্ষণ	৫৬

হাদীস - ২

হাদীসে জিবরীল	৫৭
ব্যাখ্যা	৫৯
এই হাদীসে দীনশিক্ষার্থীর কিছু আদব আমরা শিখতে পারি	৬০
ইসলাম ও ঈমানের অর্থ	৬১
দ্বীনের তিনটি স্তর - ইসলাম, ঈমান ও ইহসান	৬২
ঈমান বিশ্বাস, কথা ও কাজের সমন্বয় এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি আছে	৬৫
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ	৬৯
ঈমানের ছয়টি মূলনীতি	৭১
কুদর সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীকরণ	৮১
ইহসান	৮৯
কেয়ামতের সময় ও লক্ষণ	৮৯

হাদীস - ৩

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত...	৯১
ব্যাখ্যা	৯২
ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ 'সালাত'	৯২
তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত	৯৫
যাকাতের উপকারিতা	৯৯
রামাদানে সাওম পালন করা	১০০
হজ্জ	১০১

হাদীস - ৪

তোমাদের সকলের সৃষ্টি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ ...	১০৬
ব্যাখ্যা	১০৮

জরায়ুতে মানব জ্ঞানের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে আল-কুরআনের মত হাদীসও ওহী	১১১
এই হাদীস থেকে মানুষের গোটা জীবনের লেখনী সম্পর্কে জানা যায়	১১২
হাদীসের অর্থ সম্পর্কে বড় ধরনের একটি ভুল ধারণা	১১৩
পূর্বনির্ধারণ ও জীবনের সমাপ্তি সংক্রান্ত আলোচনা অন্তরে যে প্রভাব ফেলে	১১৮

হাদীস - ৫

যে আমাদের এই দুইনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অংশ নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে	১২৩
ব্যাখ্যা	১২৪
সুন্নাহ ও বিদাত	১২৫
বিদাতের সংজ্ঞা	১২৯
বিদাতের বিপদ	১৩৫
বিদাত করার অর্থ এই দাবী করা যে নবী ﷺ বার্তা পৌঁছাতে অবহেলা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ!)	১৩৫
বিদাতী ব্যক্তি বলতে চাচ্ছে যে শরীয়তে ঘাটতি আছে!	১৩৭
বিদাতী নিজের আকল বা বিবেক-বুদ্ধিকে কুরআন-সুন্নাহর চেয়ে উঁচু স্তরের মনে করে	১৩৭
বিদাতী নিজেকে আন্নাহর সমকক্ষ এবং বিরোধী হিসেবে দাঁড় করায়	১৩৯
বিদাতী কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে শয়তানের আনুগত্য করে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে	১৩৯
কোন আমল 'সুন্নাহ' হওয়া ও বিদাতমুক্ত হওয়ার জন্য ৬টি দিক থেকে তা শরীয়ত মোতাবেক হতে হবে	১৪০

হাদীস - ৬

নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং নিশ্চয়ই হারাম স্পষ্ট...	১৪২
ব্যাখ্যা	১৪৩
হাদীসের সাধারণ অর্থ	১৪৩

দ্বীনের যা কিছু মানুষের জানা প্রয়োজন তা কেউ না কেউ অবশ্যই জানে	১৪৩
অস্পষ্টতার ২টি স্তর	১৪৬
আলেমদের মাঝে মতভেদের কারণ	১৪৭
মানুষের অনেকেই অস্পষ্ট বিষয়গুলো জানে না	১৪৯
অস্পষ্ট বিষয় পরিহার করার আদেশের তাৎপর্য	১৫০
অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত হওয়ার বিধান কি?	১৫০
হারাম থেকে বাঁচার জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট ঢাল	১৫১
সংশয়যুক্ত বিষয় কখন পরিহার করতে হবে, কখন তা মুস্তাহাব, আর কখন তা ওয়াসওয়াসা?	১৫২
সংরক্ষিত এলাকার উদাহরণ	১৫৪
‘সাদুয যারিয়াহ’ বা হারামের সম্ভাব্য পথ বন্ধ করা	১৫৪
অন্তরের গুরুত্ব	১৫৫
অনেকে বলেন: আমি আমল যাই করি না কেন আমার অন্তর ঠিক আছে!	১৫৫

হাদীস - ৭

দ্বীন হল নসীহত	১৫৬
ব্যাখ্যা	১৫৭
‘নসীহত’ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক যাকে এক শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না	১৫৭
আল্লাহর প্রতি নসীহতের অর্থ	১৫৮
কিতাবের প্রতি নসীহত	১৫৮
রাসূলের প্রতি ‘নসীহত’ এর অর্থ	১৬১
মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের প্রতি নসীহতের অর্থ	১৬৫
আলেমদের প্রতি ‘নসীহত’ এর অর্থ হল	১৬৯
মুসলিম জনসাধারণের প্রতি নসীহতের অর্থ	১৭১
কাউকে উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে ভুলগুলো হয়ে থাকে	১৭৩

হাদীস - ৮

আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ
না তারা সাক্ষ্য দেয়...

১৭৮

ব্যাখ্যা

১৭৯

অবিশ্বাসীদের ইসলামে প্রবেশের শর্ত

১৭৯

সালাত, যাকাত কিংবা দ্বীনের কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগকারী
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে

১৮০

‘কিতাল’ আর ‘ক্বাতল’ এক নয়

১৮১

অবিশ্বাসীদের প্রকারভেদ এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে যাদের
জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া বাধ্যতামূলক

১৮১

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু মূলনীতি

১৮৩

ইসলামের হকের কারণে জান-মাল বৈধ হতে পারে

১৮৯

আর তাদের হিসাব নেয়া আল্লাহর দায়িত্ব

১৯০

হাদীস - ৯

আমি তোমাদের যেসব কাজ করতে নিষেধ করি, সেগুলো পরিহার কর...

১৯১

ব্যাখ্যা

১৯২

আদেশ ও নিষেধের পার্থক্য করার কারণ ও উদাহরণ

১৯২

এর অর্থ এই নয় যে হারাম পরিত্যাগ করার জন্য কোন সাধনার প্রয়োজন নেই

১৯৩

ইবাদতের মধ্যে বাড়াবাড়ি না করা

১৯৬

যে প্রশ্নের সমালোচনা করা হয়েছে

১৯৭

যে প্রশ্ন বাধ্যতামূলক

১৯৯

হাদীস - ১০

নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু কবুল করেন না...

২০১

আল্লাহ পবিত্র! শুধুমাত্র পবিত্র বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমেই তাঁর
সাথে সম্পর্ক গড়া যাবে

২০২

নেক আমলের সাথে হালাল রিষিকের সম্পর্ক	২০৭
হারাম উপার্জনের প্রকারভেদ অনুযায়ী হজ্জের বিধান	২০৮
হালালের দুই প্রকার	২০৯
আমাদের সমাজে হারাম উপার্জনের কিছু নমুনা	২১০
হারাম উপার্জন দোয়া কবুলের পথে বিরাট বাধা	২১৩
দোয়ার কিছু আদব	২১৪
দোয়া কবুলের উপযোগী কিছু স্থান, সময় ও অবস্থা	২২৫
শুকরিয়া আদায় অর্থ নেক আমল করা	২৩০

হাদীস - ১১

তোমার নিকট যা সন্দেহযুক্ত তা ত্যাগ করে তোমার নিকট যা সন্দেহাতীত সেটা গ্রহণ কর	২৩২
ব্যাখ্যা	২৩৩
এই মূলনীতির প্রয়োগের অর্থ এই নয় যে সবসময় যেটা কঠিন সেটাই করতে হবে	২৩৩
এটাই ‘ওয়ারা’ (وَرَا)	২৩৪
যে সকল ক্ষেত্রে ‘সতর্কতা’ কাম্য নয়	২৩৪
আল ইয়াকীন লা ইয়াযুলু বিশ শাক্ক	২৩৮

হাদীস - ১২

যে বিষয়ের সাথে ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা নেই সেটা পরিত্যাগ করা একজন ব্যক্তির ইসলামের উৎকর্ষের অন্তর্ভুক্ত	২৩৯
হাদীসটির বিশুদ্ধতা	২৪০
আদব সংক্রান্ত ৪ হাদীস	২৪০
আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা	২৪০
মুসলিম কী অন্যেরা কে কী করল সে বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকবে?	২৪৬

হাদীস - ১৩

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ তা সে তার ভাইয়ের জন্যও সেটাই ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে	২৫২
ব্যাখ্যা	২৫৩
হাদীসের অর্থ এই নয় যে নিজের জন্য কল্যাণ-কামনা করা যাবে না	২৫৩
প্রকৃত মুমিন পাপী মুসলিমকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখে	২৫৬
জিহাদের বিধান মানবজাতির জন্য কল্যাণকামনা - যা অনেকেই উপলব্ধি করে না	২৫৬
সৎকর্মের ক্ষেত্রে নিজের জায়গায় অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান	২৬০
হাদীসটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃত মুমিন নিজের জন্য যা অপছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা চায় না	২৬১

হাদীস - ১৪

তিনটি কারণ ছাড়া মুসলিমের রক্তপাত বৈধ নয়...	২৬২
ব্যাখ্যা	২৬৩
যাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড রয়েছে	২৬৪
ব্যভিচারের কারণে মৃত্যুদণ্ড	২৬৫
বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান আল-কুরআনে নেই	২৭১
প্রাণের বদলে প্রাণ	২৭৫
ধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড	২৭৮
কেউ ঈমান বিনষ্টকারী কিছু করে থাকলে কী করবে?	২৭৯
আরো যে সকল কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে	২৮০

হাদীস - ১৫

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেত ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে...	২৮২
ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকা	২৮৩

মজলিসকে মন্দ কথা থেকে বাঁচানোর কিছু কৌশল	২৮৬
প্রতিবেশীকে সম্মান করা এবং তার প্রতি সদাচরণ করা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা	২৯০
মেহমানের সাথে সদাচরণ	২৯২

হাদীস - ১৬

রাগ করবে না...	২৯৪
ব্যাখ্যা	২৯৫
রাগ সকল অনিষ্টের মূল	২৯৫
এই হাদীসের শিক্ষার বাস্তবায়ন	২৯৬
যারা রাগকে দমন করে তাদের প্রশংসা	২৯৭
রাগ দমনের নমুনা	২৯৯
যে রাগ কাম্য ও প্রশংসনীয়	৩০০

হাদীস - ১৭

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই উত্তমরূপে তা সম্পাদনের বিধানকে লিপিবদ্ধ করেছেন...	৩০২
ব্যাখ্যা	৩০৩

হাদীস - ১৮

যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর...	৩০৪
ব্যাখ্যা	৩০৫
‘তাকওয়া’ কী?	৩০৫
সর্বত্র তাকওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ	৩০৬
আল্লাহ তাআলা নিজের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন	৩০৬
তাকওয়ার বাস্তবতা	৩০৮
তাকওয়ার স্তর	৩১১

তাকওয়ার ব্যাপারে অসিয়ত করা	৩১৫
পাপের পর 'ভাল কাজ' একে মুছে দেয়	৩১৭
কবীরা ও সগীরা উভয় প্রকার গুনাহের ক্ষেত্রে তওবা আবশ্যিক	৩২৬
তওবার কারণে গুনাহ বদলে গিয়ে সওয়াবে পরিণত হওয়ার অর্থ কি?	৩২৮
উত্তম আখলাকের গুরুত্ব	৩২৯

হাদীস - ১৯

হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাচ্ছি: তুমি আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ কর...	৩৩২
ব্যাখ্যা	৩৩৪
তুমি আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন	৩৩৪
আল্লাহ্ কর্তৃক সৎকর্মশীল বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি	৩৩৯
আল্লাহ্ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের কতিপয় দোয়া	৩৪২
তুমি আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে	৩৪৩
সচ্ছল অবস্থায় তুমি (আনুগত্যকারী হিসেবে) আল্লাহ্র কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধর, তবে সংকটে তিনি তোমাকে চিনবেন	৩৪৬
যখন কিছু চাইবে আল্লাহ্র কাছেই তা চাও। আর সাহায্য চাইলে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর	৩৪৯
জেনে রাখ: গোটা জাতি যদি তোমার কোন উপকার করতে একত্র হয়, তারা তোমার ঠিক ততটুকু উপকারই করতে পারবে....	৩৫৫
কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে	৩৫৭
জেনে রাখ: ধৈর্যের সাথেই সাহায্য রয়েছে, বিপদের সাথেই স্বস্তি আছে আর কঠিন পরিস্থিতির সাথেই রয়েছে সহজতা	৩৫৮
সবর যাদের দুনিয়ার জাল্লাত!	৩৫৯
সবরের প্রকারভেদ এবং আল কুরআনে সবরের উল্লেখ	৩৬১

হাদীস - ২০

যদি তুমি লজ্জা না কর, তবে তুমি যা খুশি কর	৩৬৭
ব্যাখ্যা	৩৬৮
লজ্জা একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং তা প্রকৃত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩৬৮
আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ জাগ্রত করার উপায়	৩৭০
প্রশংসনীয় লজ্জা বনাম দুষণীয় লজ্জা	৩৭০
গুনাহের কারণে লজ্জা চলে যায়	৩৭১

হাদীস - ২১

তুমি বল: আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, তারপর অবিচল থাক	৩৭৩
ব্যাখ্যা	৩৭৪
প্রথমবার ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, বরং ঈমানের উপর অটল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরী	৩৭৫
‘ইসতিক্বামাহ’ বা অবিচলতার অর্থ	৩৭৫
দ্বীনের পথে অবিচলতার ক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্যুতি স্বাভাবিক	৩৭৮

হাদীস - ২২

যদি আমি ফরয সালাত আদায় করি, রামাদানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল মেনে গ্রহণ করি...তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করব?	৩৮০
ব্যাখ্যা	৩৮১
সালাত ও সাওমের গুরুত্ব এবং যাকাত বা হজ্জের উল্লেখ না থাকার কারণ	৩৮৪
হালাল ও হারামের বিধান মেনে চলার অর্থ	৩৮৫
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার দেয়া ইসলাম বিনষ্টকারী শিরক	৩৮৬
দ্বীনের দলীলের জ্ঞান ছাড়া হালাল-হারাম ঘোষণা দেয়া ভয়াবহ এক অপরাধ	৩৮৭
‘হালাল’ এর সম্ভাব্য অর্থ	৩৮৯

মুজাহাবের গুরুত্ব	৩৯১
ওয়াজিব পরিত্যাগ ও হারাম কাজ করা ঈমান থাকা সত্ত্বেও জামাতে প্রবেশের পথে বাধা	৩৯৩

হাদীস - ২৩

পবিত্রতা অর্জন ঈমানের অর্ধেক...	৩৯৪
ব্যাখ্যা	৩৯৫
অযুর ফযীলত	৩৯৬
‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’— উভয়টি বা একটি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়...	৩৯৯
সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহর ফযীলত	৩৯৯
সালাত হলো আলো	৪০৩
সাদাকা হলো প্রমাণ	৪০৩
ধৈর্য হলো দীপ্তি	৪০৭
আর কুরআন তোমার পক্ষেও দলীল হতে পারে, আবার তোমার বিরুদ্ধেও	৪০৭
প্রত্যেক ব্যক্তিই ভোরে বের হয়ে নিজেকে বিক্রি করে – কেউ নিজেকে মুক্তি দেয়, আবার কেউ নিজেকে ধ্বংস করে	৪১০

হাদীস - ২৪

হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম হারাম করে নিয়েছি...	৪১১
ব্যাখ্যা	৪১৩
আল্লাহ তাআলা জুলুম করেন না, তিনি পরিপূর্ণ ইনসাফের অধিকারী	৪১৩
আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য জুলুমকে হারাম করেছেন	৪১৫
হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট, শুধু সে ছাড়া যাকে আমি পথ দেখিয়েছি...	৪১৬
হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনও আমার কোন ক্ষতি করার মত সামর্থ্যের অধিকারী হবে না যে আমার ক্ষতি করবে....	৪২২

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি, মানবজাতি ও জ্বীন জাতির সবাই... ৪২৩

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি, মানবজাতি ও জ্বীন জাতির সবাই একটি সমতলে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চাও... ৪২৪

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আমলগুলোই আমি গণনা করে রাখি, তারপর তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দিব... ৪২৫

হাদীস - ২৫

হে আল্লাহর রাসূল! ধনী ব্যক্তির তো সব সওয়াব নিয়ে গেল!... ৪২৭

ব্যাখ্যা ৪২৮

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলে জাগতিক কাজগুলোও সওয়াবের উৎস হতে পারে ৪২৯

হাদীস - ২৬

মানুষের প্রতিটি অস্থি ও সন্ধির ওপর এমন প্রতিটি দিনই সাদাকা আবশ্যিক... ৪৩০

ব্যাখ্যা ৪৩১

হাদীস - ২৭

...পাপ সেটাই যা মনের মধ্যে খচখচ করে এবং তুমি অপছন্দ কর যে মানুষ তা জেনে যাক। ৪৩৩

ব্যাখ্যা ৪৩৪

পুণ্য হল উত্তম চরিত্র ৪৩৪

পাপ-পুণ্য চেনার জন্য অন্তরের অনুভূতির উপর নির্ভরতা ৪৪০

হাদীস - ২৮

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ভীতি, শোনা ও মান্য করার অসিয়ত করছি, যদিও বা কোত দাস তোমাদের নেতা হয়ে যায়... ৪৪৫

ব্যাখ্যা ৪৪৬

মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য বাধ্যতামূলক	৪৪৬
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কখন বৈধ হয়?	৪৪৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত এবং তাঁর পরবর্তী সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফা আবু বকর, উমার, উসমান, আলী ؓ এর পথ আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ	৪৫০

হাদীস - ২৯

হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে...	৪৫২
ব্যাখ্যা	৪৫৫
আমরা সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকের মুখাপেক্ষী	৪৫৭
ইসলামের প্রথম স্তম্ভ : তাওহীদ	৪৫৮
ফরয ইবাদতের পর নফল ইবাদতের উৎসাহ দেয়া	৪৬৬
সাওমের গুরুত্ব	৪৬৭
নফল সাদাকার সুফল	৪৬৯
তাহাজ্জুদের গুরুত্ব	৪৭০
দ্বীনের মূল হল ইসলাম (অর্থাৎ দুই সাক্ষ্য), এর স্তম্ভ হলো সালাত, আর তার সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ	৪৭২
জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ সকল কল্যাণের চাবিকাঠি	৪৭৬
জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত কিছু গুনাহ	৪৭৭
কুফরী কথা	৪৭৮
মিথ্যা কথা	৪৭৯
দ্বীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলা	৪৮০
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া	৪৮৩
কারও সতীত্বের ব্যাপারে অপবাদ দেয়া	৪৮৪
মিথ্যা অপবাদ	৪৮৫
গীবত	৪৮৬

নামীমাহ বা চোগলখুরি	৪৯০
উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মন্দ উপনামে ডাকা, নিন্দা করা বা কথার দ্বারা আক্রমণ করা	৪৯১
কথার দ্বারা যুলুমের ব্যাপারে সতর্কতা	৪৯২

হাদীস - ৩০

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিছু ফরয নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো ছেড়ে দিও না...	৪৯৫
--	-----

ব্যাখ্যা	৪৯৬
শরীয়তে যার উল্লেখ নেই তার বিধান	৪৯৬
শরীয়তে যার উল্লেখ নেই সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা দুষণীয়	৪৯৯

হাদীস - ৩১

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন...	৫০১
---	-----

ব্যাখ্যা	৫০২
ইসলামে 'যুহদ' বা পার্থিব অনাসক্তি	৫০২

হাদীস - ৩২

না কোন ক্ষতি, না কোন পারস্পরিক ক্ষতিসাধন	৫০৬
--	-----

ব্যাখ্যা	৫০৭
এই মূলনীতির প্রয়োগের কিছু উদাহরণ	৫০৯
এই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু মূলনীতি	৫১০

হাদীস - ৩৩

যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবীর ভিত্তিতে কিছু দিয়ে দেওয়া হত, তবে লোকেরা অন্যদের জান-মাল দাবী করে বসত	৫১২
---	-----

ব্যাখ্যা	৫১৩
----------	-----

হাদীস - ৩৪

তোমাদের কেউ যদি অন্যায় দেখে, তবে সে যেন নিজের হাত দিয়ে
তা পরিবর্তন করে...

৫১৬

ব্যাখ্যা

৫১৭

সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করা এই উম্মাতের ‘পতাকা’

৫১৮

অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাকে দুর্বলতম ঈমান বলার তাৎপর্য

৫২৩

সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে অন্তরের প্রেরণা

৫২৩

সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি

৫২৪

হাদীস - ৩৫

তোমরা পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পর মিথ্যা দামাদামি করো না...

৫২৫

ব্যাখ্যা

৫২৬

হিংসা

৫২৬

হিংসার অপকারিতা

৫২৯

যা দূষণীয় হিংসা নয়

৫২৯

‘হিংসা’ রোগের প্রতিকার

৫৩১

কেনার আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য দামাদামি

৫৩৪

মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ

৫৩৪

আর তোমাদের কেউ যেন অপরের লেনদেনের উপর দিয়ে লেনদেন না করে

৫৩৫

তোমরা সবাই আব্বাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই;
সে তার প্রতি জুলুম করে না...

৫৩৭

“একজন ব্যক্তির জন্য মন্দ হিসেবে এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে....

৫৩৭

হাদীস - ৩৬

যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদার ব্যক্তির পার্থিব কোনো সংকট দূর করে,
আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিনের সংকটগুলোর
একটি তার থেকে দূর করে দেবেন...

৫৩৮

ব্যাখ্যা

৫৩৯

ঋণগ্রস্তের ভার লাঘব করা

৫৪০

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও
আখিরাত্তে তাকে ঢেকে রাখবেন

৫৪১

আল্লাহ্ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার
ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে

৫৪৩

আর যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ চলে, আল্লাহ্ এর বদৌলতে
তার জন্য জাহান্নামের একটি পথ সহজ করে দেন

৫৪৩

আর যখনই কিছু লোক আল্লাহ্র ঘরগুলোর কোনো একটিতে একত্রিত হয়ে
আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং...

৫৪৫

আর যার আমল তাকে নিয়ে পেছনে পড়ে থাকে, তার বংশমর্যাদা
তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না

৫৪৫

হাদীস - ৩৭

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালো ও মন্দ কাজগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন,
তারপর তা ব্যাখ্যা করেছেন...

৫৪৭

ব্যাখ্যা

৫৪৮

ভাল কাজ না করেও সওয়াব পাওয়ার বাস্তবতা

৫৪৮

ভাল কাজের সংকল্প করে তা সম্পাদন করলে বহুগুণে বর্ধিত সওয়াব কেন হয়?

৫৪৯

মন্দ কাজের সংকল্পের পর তা ছেড়ে দিলে কোন অবস্থায় সওয়াব পাওয়া যাবে?

৫৫১

নিয়তকারী আর সম্পাদনকারীর সওয়াব কি সবদিক থেকেই সমান?

৫৫৩

হাদীস - ৩৮

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর
(ঘনিষ্ঠ বান্দার) সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই... ৫৫৪

ব্যাখ্যা ৫৫৫

ফরয বা বাধ্যতামূলক কাজ নফলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫৫৫

আল্লাহর ওলী সম্পর্কে যত ভাল ধারণা! ৫৫৬

ওলীদের স্বপ্নের নামে প্রচলিত বানোয়াট বিশ্বাস বা আমল ৫৬০

আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ৫৬১

হাদীস - ৩৯

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য ভাল, ভাল যাওয়া এবং যে
কাজে তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন ৫৬৩

ব্যাখ্যা ৫৬৪

হাদীস - ৪০

এই দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন যাপন করো যেন তুমি একজন
আগন্তুক কিংবা মুসাফির। ৫৬৯

ব্যাখ্যা ৫৭০

সময়ের গুরুত্ব ৫৭১

হাদীস - ৪১

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ
না তার ব্যক্তিগত আকাঙ্খা আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী হয় ৫৭৫

ব্যাখ্যা ৫৭৬

হাদীস - ৪২

হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে আশা করবে, তোমার সব দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব...	৫৮০
ব্যাখ্যা	৫৮১
আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকা	৫৮১
ইস্তিগফার করা	৫৮৪
ক্ষমা লাভের তৃতীয় কারণ : তাওহীদ	৫৮৯
সতর্কতা: হাদীসের অর্থ এই নয় যে সে বিনা শাস্তি কিংবা কোন মন্দ পরিণতি ছাড়াই ক্ষমা লাভ করবে	৫৯১

লেখক পরিচিতি

বইটির লেখক মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ আল কুরআনের তিলাওয়াত ও ‘তাজউইদ’ এর একজন শিক্ষক।

তিনি দশ কираতে ‘ইজাযা’র অধিকারী উসতায় আব্দুল হামিদ আল-মুখতার আস-সুদানী ﷺ -এঁর নিকট আল-কুরআনের তিলাওয়াত ও তাজউইদ অধ্যয়ন করেন। তিনি ‘আশ-শাতিবিয়্যাহ’র বর্ণনাধারা অনুযায়ী হাফস রিওয়ায়েতে নবী মুহাম্মাদ ﷺ থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদে সম্পূর্ণ আল-কুরআন উসতায়কে পাঠ করে শোনান এবং তা পাঠ করার ও অন্যকে শেখানোর ‘ইজাযা’ বা অনুমতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় উসতায়ের নিকট তাজউইদ শাস্ত্র শেখানোর সনদও অর্জন করেছেন। এই সনদের ধারাবাহিকতার (সিলসিলা) উৎস মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্বিরাআতের শিক্ষকমণ্ডলী। এর পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষা ও দ্বীনের অন্যান্য শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছেন। যাঁদের সান্নিধ্যে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন উসতায় ড. মাহমুদুল হাসান ইউসুফ (ডবল দাওরা, দেওবন্দ)। লেখক ২০১৯ সালে আল-হাইআতুল উলিয়ার অধীনে পরিচালিত তাকমীল (দাওরায় হাদীস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

তিলাওয়াত ও তাজউইদ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কোর্স করান, লেকচার দেন এবং বই লেখেন।

তাঁর কোর্স, লেকচার বা বইপত্র সম্পর্কে জানার জন্য নিচের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হোন:

<https://t.me/naseel>

অথবা ভিজিট করুন:

naseelshahrukh.com

www.youtube.com/@naseelshahrukh

লেখকের অন্যান্য বই:

- ফিকহুস সিয়াম: রোযার বিধান ও মাসায়েল
- সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় রচিত উমরাহ্ হ্যান্ডবুক
- আল- কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম কানুন
- অযু-গোসল-হায়েয এবং পবিত্রতার ৩০০+ মাসায়েল
- সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় রচিত হজ্জ - উমরাহ্ হ্যান্ডবুক

ভূমিকা

ইমাম নববীর চব্বিশ হাদীস ৪২টি হাদীসের একটি অদ্বিতীয় সংকলন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আলেমগণ তাদের দারসে এই হাদীসগুলো ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং দ্বীনশিক্ষার্থীরা এই হাদীসগুলো মুখস্থ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্যে এই অল্প কিছু হাদীসের কী এমন বিশেষত্ব?

ইমাম নববী ﷺ তাঁর বইয়ের ভূমিকায় এই হাদীসগুলোর বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন। এই ৪২টি হাদীসের প্রতিটিই দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কোন না কোন মূলনীতিকে ধারণ করে। ঐ সমস্ত মূলনীতি, যার উপর গোটা দ্বীন দাঁড়িয়ে আছে। এজন্য বলা যায়, কেউ যদি এই সংকলনটি ব্যাখ্যা সহকারে আত্মস্থ করে, তবে সে দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে নিজের মাঝে সহজেই ধারণ করতে পারবে।

এই গ্রন্থে আমরা সহজ সাবলীল ভাষায় এই হাদীসগুলোর অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আশা করি গ্রন্থটি দ্বীন সম্পর্কে দ্বিধা-বিভ্রান্তির এই যুগে মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সঠিক পথের সন্ধান পেতে সহায়তা করবে।

ইমাম নববীর ৪০ হাদীসের যে সকল ব্যাখ্যা থেকে এই গ্রন্থটি সংকলিত

এই গ্রন্থটির সংকলনে মূলত নিচের বইগুলো থেকে বাছাই করা অংশ লেখকের নিজের ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে:

- ১) শারহুল আরবাবীন আন নাওয়াউইয়্যাহ, আল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী বিন ওয়াহব আল কুশাইরী ইবনু দাকীক আল ঈদ ﷺ
- ২) জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, আল হাফিয যায়নুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দীন ইবনু রজব ﷺ
- ৩) শারহুল আরবাবীন আন নাওয়াউইয়্যাহ, আশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসায়ামীন ﷺ
- ৪) ফাতহিল কাউইয়িল মাতীন ফী শারহিল আরবাবীন ওয়া তাতিম্মাতিল খামসীন, আশ শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল আব্বাদ আল বাদর ﷺ
- ৫) শারহুল আরবাবীন আন নাওয়াউইয়্যাহ, আশ শায়খ সালিহ বিন আব্দিল আযীয আলুশ শায়খ ﷺ
- ৬) শারহুল আরবাবীন আন নাওয়াউইয়্যাহ, আশ শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ ﷺ
- ৭) Commentary on the Forty Hadith of An Nawawi, M. Zarabozo

সেই সাথে অন্যান্য উৎস থেকে কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া লেখক হাদীসগুলোর শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সাথে মেলানোর জন্য নিজ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে বেশ কিছু ‘কেস’ ও উদাহরণ যোগ করেছেন – যেন একজন মুসলিমের নিজের জীবনের সাথে হাদীসগুলোর অন্তর্নিহিত শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন করার কাজটি সহজ হয়।

ইমাম নববীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম ইয়াহইয়া বিন শারায় আন নাওয়াউই رحمته الله (বাংলায় সহজ করে নববী বলা হয়) ৬৩১ হিজরীতে ‘নাওয়া’ নামক সিরিয়ার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি খেলাধুলার পরিবর্তে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট হন। অল্প বয়সেই আল-কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করেন। যুবক বয়সে তিনি দিমাশকে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে দ্বীন শিক্ষা করেন। পরবর্তীতে দিমাশকে তিনি দ্বীনী পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম নববী رحمته الله দ্বীনের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। এমনকি পথ চলতে চলতেও তিনি তাঁর মুখস্থ করা বিষয়গুলো চর্চা করতেন। উন্নত আখলাকের কারণে মানুষ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। তিনি ৩টি দিকে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হন: ১) ইলম ২) যুহদ অর্থাৎ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি উদাসীনতা এবং ৩) সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ। ৬৭৬ হিজরীতে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ক্ষণজন্মা এই মনীষী নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীস - ১

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস্ উমার ইবনু আল-খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি: “সমস্ত আমলকে নিয়ত অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যা নিয়ত করবে তাই পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়ার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সেটাই বিবেচ্য হবে।”

ব্যাখ্যা

এই হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। এজন্য বহু হাদীস-প্রণেতা তাঁদের গ্রন্থের শুরু এই হাদীসটি দিয়ে করেছেন, যেমন:-

১. ইমাম বুখারীর সহীহ হাদীস সংকলন
২. আব্দুল গানী আল মাকদিসীর ‘উমদাতুল আহকাম’
৩. আল বাগাবীর ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’ এবং ‘শারহুস সুন্নাহ’
৪. ইমাম আস সুয়ুতীর ‘আল জামি আস সাগীর’

মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে হাদীসটির গুরুত্ব জানা যায়।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী রাঃ বলেছেন তিনি অধ্যায়ে বিভক্ত কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করলে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই এই হাদীসটি রাখতেন।^২

ইমাম আশ শাফিঈ রাঃ এর মতে হাদীসটি জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশ। এই কথাকে আরও ব্যাখ্যা করে ইমাম আহমদ রাঃ বলেন:

দ্বীনের সমস্ত বিষয় ৩টি হাদীসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়:

- ১) উমার রাঃ বর্ণিত নিয়তের হাদীস।
- ২) আয়েশা রাঃ বর্ণিত হাদীস: “যে আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অংশ নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”
- ৩) আন নুমান বিন আল বাশীর রাঃ বর্ণিত হাদীস: “হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট।...”^৩

ইবনু রজব রাঃ ইমাম আহমদের এই উক্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু রজব রাঃ এর বক্তব্যের সারমর্ম হল:

আন নুমান বিন বাশীর রাঃ এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, দ্বীনের যাবতীয় কাজ তিন প্রকার: আদিষ্ট কাজগুলো পালন করা, নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করা এবং সংশয়যুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। আর এ সমস্ত কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত দুটি: ১) বাহ্যিকভাবে তা সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া যা আয়েশা রাঃ এর হাদীসের বক্তব্য। ২) অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকা – যা উমার রাঃ এর হাদীসের বক্তব্য।^৪

এই হাদীসের গুরুত্ব নিয়ে মনীষীদের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে, আমরা এর সামান্য অংশ উল্লেখ করলাম।

২. দ্রষ্টব্য: জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম পৃ. ৬১

৩. দ্রষ্টব্য: জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম পৃ. ৬১

৪. দ্রষ্টব্য: জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম পৃ. ৭১-৭২

হাদীসের মূল দুটি বাক্যের অন্তর্নিহিত শিক্ষা

হাদীসের মূল বাক্য দুটি

- ১) সমস্ত আমলকে নিয়ত অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।
- ২) প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, তাই পাবে।

দুটি বাক্যের অর্থে কিছুটা পার্থক্য আছে।

প্রথম বাক্যের অর্থ হল কোন আমল সঠিক না ভুল, গ্রহণযোগ্য না বাতিল, সওয়াবের যোগ্য না অযোগ্য – ইত্যাদি নিয়তের উপর নির্ভর করবে।

দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হল আমলের প্রতিদান নির্ধারিত হবে নিয়ত অনুযায়ী।

কাজেই প্রথম বাক্য আমলের বিশুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি আমলকারীর প্রতিদান সম্পর্কে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক:

জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৩ ব্যক্তি পানাহার থেকে বিরত থাকল।

প্রথম ব্যক্তি:

সে নিয়ত করেছে সে রামাদানে অসুস্থতার কারণে ভঙ্গ হওয়া রোযার কাযা আদায় করেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি:

তার নিয়ত হল সে আরাফার দিনের রোযা রেখে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ১ বছরের গুনাহ মাফ করাবে।

তৃতীয় ব্যক্তি:

তার নিয়ত হল আরাফার দিনের রোযা রাখবে, সেই সাথে ওজন কমাতে।

এক্ষেত্রে হাদীসের প্রথম বাক্য, অর্থাৎ “সমস্ত আমলকে নিয়ত অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে” – এই বাক্য প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারি:

প্রথম ব্যক্তির রোযার দ্বারা কাযা আদায় হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির রোযা নফল হিসেবে গণ্য হবে। তাদের দুজনের যদি অতীতে কাযা থেকেও থাকে, এই রোযার দ্বারা তাদের সেই কাযা আদায় হবে না কেননা তারা সে নিয়ত করেনি।

এবারে আসুন হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য, অর্থাৎ “আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, তাই পাবে” – এই বাক্যের প্রয়োগ করি। দ্বিতীয় বাক্য প্রয়োগের ফলাফল হল:

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সওয়াব বেশি – কেননা সে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি মূল হলেও অন্য উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকায় তার সওয়াব কম হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উদাহরণের মাধ্যমে হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। উদাহরণের জন্য যে আমলটিকে তিনি বাছাই করেছেন তা হল হিজরত। অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। হিজরত অর্থ দেশত্যাগ। অবিশ্বাসীদের দেশ ত্যাগ করে মুসলিমদের দেশে স্থানান্তরিত হওয়াকে হিজরত বলা হয়।

যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে।

সুতরাং সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরতের সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবে।

আর যার হিজরত দুনিয়ার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য, সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সেটাই বিবেচ্য হবে।

সুতরাং ব্যবসা কিংবা বিবাহের জন্য কেউ মুসলিমদের দেশে স্থানান্তরিত হলে সেটা ইসলামের ‘হিজরত’ হিসেবে গণ্য হবে না। আর তার নিয়ত অনুযায়ী সে প্রতিফল পাবে।

নিয়ত শব্দের দু ধরনের প্রয়োগ

‘নিয়ত’ শব্দটির দু ধরনের প্রয়োগ রয়েছে।

১) নিয়ত শব্দের প্রথম প্রয়োগ: নিয়তের একটি অর্থ হল মনের সেই সংকল্প বা সিদ্ধান্ত যার কারণে একটি ইবাদতের সাথে অপর ইবাদতের পার্থক্য হয়। তেমনি এর দ্বারা ইবাদতের সাথে জাগতিক কাজের পার্থক্য হয়।

ইবাদতের সাথে ইবাদতের পার্থক্যের উদাহরণ:

ধরা যাক একজন মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকাত সালাত আদায় করছে। এই দুই রাকাত সালাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশের সালাত হতে পারে। আবার হতে পারে তা ফরযের আগের সুন্নাত। আবার তা ফরয সালাতও হতে পারে। তেমনি পূর্ববর্তী কোন ওয়াক্তের কাযা সালাতও হতে পারে। কিংবা সাধারণ নফল সালাতও হতে পারে। এই প্রতিটি সালাত কিন্তু আলাদা আলাদা ইবাদত। তাহলে প্রশ্ন হল এই ব্যক্তির দুই রাকাত এত সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি? এটা তার নিয়ত বা সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারিত হবে। কাজেই এক্ষেত্রে নিয়তের অর্থ অন্তরের সিদ্ধান্ত।

ইবাদতের সাথে জাগতিক কাজের পার্থক্যের উদাহরণ:

একজন ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকল। এটা কি সাওম না 'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' এটা নির্ভর করবে নিয়তের উপর। সে যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত হিসেবে কাজটি করে থাকে তবে সেটা সাওম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি ইবাদত হিসেবে না হয়ে স্বাস্থ্যের জন্য হয়, তবে সেটা সাওম হিসেবে গণ্য হবে না।

তেমনি ধরা যাক কোন ব্যক্তি জানাবতের অবস্থায় আছে। অর্থাৎ তার গোসল ফরয। পরিচ্ছন্নতার জন্য বা গরম থেকে রেহাই পেতে সে গোসল করল। জানাবতের কথা তার মনে নেই। কাজেই এই গোসলের দ্বারা জানাবত দূর হবে না। কারণ তার জানাবত দূর করার নিয়ত ছিল না।

তাহলে এই প্রথম প্রকারের নিয়তের দ্বারা যোহরের সালাত থেকে আসরের সালাতের পার্থক্য হয়। ফরয সাওম থেকে নফল বা সুন্নাত সাওমের পার্থক্য হয়। সাধারণ সাদাকা থেকে যাকাতের পার্থক্য হয়।

বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের সাথে এই নিয়তের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য ইমাম শাফেঈ বলেছেন যে এই হাদীসটি ফেকাহর ৭০টি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২) নিয়ত শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ: নিয়ত শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগটি 'ইখলাস' বা নিষ্ঠার সার্থে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কোন কাজের বিনিময়ে একজন ব্যক্তি কী আশা করে?

যেমন কেউ হয়ত দান করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে। অপর ব্যক্তির উদ্দেশ্য মানুষের প্রশংসা পাওয়া। প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে দান করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশংসা কুড়ানোর নিয়তে দান করেছে।

এই নিয়ত আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান লাভের পূর্বশর্ত। এই নিয়তের তারতম্যের কারণে সওয়াবের তারতম্য হয়। একই আমল করে কেউ বিরাট প্রতিদান পায়, কেউ অল্প প্রতিদান পায়, আবার কেউ বা শাস্তির যোগ্য হতে পারে।

ইখলাসের গুরুত্ব

'ইখলাস' শব্দের অর্থ 'ঐকান্তিকতা' বা 'একনিষ্ঠতা'। শরীয়তে 'ইখলাস' অর্থ ইবাদতের কোন অংশ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন না করা। দুইনের মধ্যে পালনীয় সকল বিষয় ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে এর কোন প্রতিদান আশা করা যাবে না। এটাই ইখলাস।

১. ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং হল সুস্থতা ও সুস্থতার জন্য দিনের দীর্ঘ সময় যেমন প্রায় ১৬ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা। স্বাস্থ্য বিশারদদের এক দল বর্তমানে এ ধরনের খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।